যায়যায়দিন

তারিখ ..... পৃষ্ঠা ..... কলাম 2012

পদ্মা সেতু নির্মাণে শিক্ষকদের বেতন কেটে নেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

যাযাদি রিপোর্ট

পদ্মা সেতু নির্মাণে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা না করে এক দিনের বেতন কেটে নেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ও বাংলাদেশ সম্মিলিত শিক্ষক-কর্মচারী ফোরাম।

জোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া, মহাসচিব চৌধুরী মুঈদউদ্দিন মাহমুদ ও অতিরিক্ত মহাসচিব মো. জাকির হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, অতীতে দেশের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীরা তাদের এক দিনের বেতন সরকারি তহবিলে প্রদান করেছে। এবারো বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও দেশের জরুরি প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো বিতর্কিত বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা না করে তাদের এক দিনের বেতন কেটে নেয়াকে অনৈতিক ও অন্যায়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, শিক্ষামন্ত্রী বা মাউশির মহাপরিচালক বেসরকারি শিক্ষক নন। বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন কর্তন করতে হলে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্মতি নিতে হবে।

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সম্মিলিত শিক্ষক-কর্মচারী ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস মোল্লা ও সদস্য সচিব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করে পদ্মা সেতুর জন্য শিক্ষকদের বেতন না কাটতে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান। তারা বলেন, পদ্মা সেতুর নির্মাণের কাজ শুরু হলে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী প্রয়োজনে একাধিক দিনের বেতন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেতু নির্মাণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আগে বেতন না কাটার দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি পদ্মা সেতু নির্মাণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা তাদের এক দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। অধিদপ্তর ও সংস্থা প্রধানরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এক মাসের বেতন দিতে পারবেন। আর দেশের সকল এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীও একদিনের বেতন প্রদান করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজ নিজ সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষামন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তের আগেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব তহবিল থেকে এক কোটি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১০ কোটি টাকা পদ্মা সেতু নির্মাণে সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে।